গাংনীতে মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন ও অবসর সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির আয়োজনে সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, সমিতির সাবেক সভাপতি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তফা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রমজান আলী, সাবেক প্রধান শিক্ষক জালালউদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আক্কাচ আলী, যমুনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক দিলরুবা ইয়াসমিন, প্রধান শিক্ষক আনিচুর রহমান, প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু বিগত সময়ে সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান কমিটি সমিতির সদস্যদের কল্যাণে কী কী কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন।

সভায় জানানো হয়, সমিতির সদস্যদের কল্যাণে ৫ লাখ টাকা স্থায়ী আমানত (ডিপোজিট) হিসেবে জমা করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে সমিতির যে সকল সদস্য ইতোমধ্যে অবসরে গেছেন, তাদের মধ্যে অবসর সুবিধা বাবদ প্রায় ৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়। সমিতির সম্পাদক বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত সময়সহ বর্তমান পর্যন্ত আর্থিক

হিসাব উপস্থাপন করেন।

সভায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ে কমিউনিটি সেন্টার বা কার্যালয়ের সামনে মার্কেট নির্মাণের বিষয়ে সদস্যদের মতামত নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে কমিউনিটি সেন্টার বা মার্কেট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুষ্ঠানে সমিতির প্রায় ৫ শতাধিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাধ্যমিকে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক দিলারা আফরোজ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিলারা আফরোজ।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর উপজেলা পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গাংনী উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হন তিনি। পরে জেলার তিনটি উপজেলার নির্বাচিত তিনজন শিক্ষকের মধ্য থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতা অভিজ্ঞতা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, আইসিটি জ্ঞান, সহযোগিতামূলক মনোভাব, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ মোট ১২টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন ও জেলা শিক্ষা অফিসের নির্ধারিত বিচারক প্যানেল তাকে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত করে।

দিলারা আফরোজ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারিকের জ্যেষ্ঠ কন্যা। সংসার জীবনে প্রবেশের পরও তিনি অদম্য পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, এমএ ও বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন।

পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে চার বোনের পড়াশোনা ও পারিবারিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ অনুষ্ঠান উপস্থাপক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবসে নিয়মিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তিনি মাস্টার ট্রেইনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষকতা ও সংসার সামলানোর পাশাপাশি তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে।

সাহিত্যচর্চায়ও রয়েছে তার উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনি উপন্যাস ‘দহনের দিন’, কাব্যগ্রন্থ ‘দহনের দিন’, এবং যৌথ কাব্যগ্রন্থ ‘দহনের কাব্য’, ‘বাংলার উদীয়মান কবি’ ও ‘সমকালের কবিকণ্ঠ’ রচনা করেছেন। তার কবিতায় প্রকৃতি ও জীবনবোধের প্রতীকী প্রকাশ লক্ষণীয়।

১৯৭৫ সালের ২৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণকারী দিলারা আফরোজ বই পড়া ও সংগ্রহে আগ্রহী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে একসময় তিনি নিজ বাড়িতে বয়স্ক ও নিরক্ষর নারীদের বিনামূল্যে স্বাক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং বই-খাতা সরবরাহ করতেন। করোনাকাল পরবর্তী সময়ে সেই কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও তার সামাজিক অবদান আজও প্রশংসিত।

২০২২ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গাংনী উপজেলায় তিনি শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নারী পুরস্কার অর্জন করেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি কৃষি ব্যাংকের উজলপুর শাখার ব্যবস্থাপক মো. আল আমিনের সহধর্মিণী। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জননী। বড় মেয়ে ডা. মাহজাবীন শাহীদি ঐশি এমবিবিএস সম্পন্ন করে বর্তমানে খুলনার একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। ছোট মেয়ে মুবাসসারাহ শাহিদী এশা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার বিভাগে অধ্যয়নরত।

মাধ্যমিক পর্যায়ে জেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় দিলারা আফরোজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলার শিক্ষক সমাজসহ বিভিন্ন মহল।

বাদিয়াপাড়া-মহাব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ বাণিজ্যর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদের বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্যসহ একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এসকল অভিযোগ তুলে গ্রামবাসী গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগ পত্র দুটি মেহেরপুর প্রতিদিনেও পৌছানো হয়েছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং সাবেক সভাপতি আব্দুর রশিদ যৌথভাবে ৫ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দেন। নিয়োগের নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে মোট ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয় উন্নয়ন ফান্ডের নামে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট কামরুন্নাহারের কাছে থেকে ১২ লাখ, নাইট গার্ড ওসমানের কাছে থেকে ১০ লাখ, মালি জাবির থেকে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। এছাড়া পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে প্রধান শিক্ষক নিজ বোনের ছেলের নিয়োগের বিনিময়ে ১৫ কাঠা জমি নিজের নামে লিখে নেন এবং সভাপতি তার নিজের ছেলেকে পিয়ন পদে নিয়োগ দিয়েছেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, স্কুলের নামে থাকা ১১টি দোকান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় করা হলেও গত ১৫ বছরের কোনো হিসাব প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে জবাবদিহি চাইলে প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সভাপতি একে অপরকে দায় দিয়ে গড়িমসি করছেন। গ্রামবাসীরা অভিযোগের বিষয়ে দুদক ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে এসকল অনিয়মনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

তবে প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন মুকুল মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, শুনেছি আমার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ভুয়া তথ্য। বর্তমান এডহক কমিটি নিয়ে দ্বন্দ হওয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে এসকল অভিযোগ তোলা হয়েছে।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত সভাপতি স্বপনকে বরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবনির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন নবনির্বাচিত সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনের হাতে ফুল তুলে দেন।

এ সময় নবনির্বাচিত অভিভাবক সদস্য ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. তৌফিক মীরকেও ফুল দিয়ে বরণ করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক প্রতিনিধি সায়েদা বানু, নারগিস চৌধুরী, গাজিউর রহমান, রিপন, রকিবুল জামান ও রবিউল ইসলাম।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রধান শিক্ষক রুহুল

আমিনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর থানার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষাথীরা আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়।

অনুষ্টানে স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, রকিবুল ইসলাম, রাফিউল ইসলাম, রুবেল আহমেদ, নারগিস চৌধুরী, সাহিদা বানু, শাহনাজ পারভীন, গাজীউর রহমান ও রোকুনজ্জামান রোকন সহ ফারাহ হোসেন লিটন।

মেহেরপুরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় ও নবীন বরণ

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিক্ষা জীবন সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময়। যারা পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে, তারা দেশ ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

অনুষ্ঠানে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় জানানো হয় এবং নবাগত

৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক তারিক মুছা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক একরামুল হক, আশরাফুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক ইউনুস আলী, ফারুক হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

গাংনীতে ভূঁয়া কাগজে রাজু এখন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ।শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়া এবং নিয়োগ ছাড়াই শ্বশুর প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক ও তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মামা শ্বশুরের বদৌলতে সীল স্বাক্ষর জাল করে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে এমপিও করে বেতন ভুক্ত হয়।

জানা গেছে,২০০২ সালে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবৈধ নিয়োগ গ্রহণ করেন। গাংনী উপজেলার দুর্নীতিবাজ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারের যোগসাজশে ভূঁয়া কাগজ পত্র শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে বৈধতা নেয়ার চেষ্টা করে।

তার নিয়োগ বিধি মোতাবেক কাম্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞা না থাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে বেতন বাতিল করে। যার পক্ষে বৈধ কাগজ পত্র না থাকায় রাজু আহমেদ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০৭ সালে আবারও অফিসকে ম্যানেজ করে অবৈধভাবে পুনরায় নিয়োগ ও নিবন্ধন ছাড়াই বেতন ভুক্ত হয়।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগে খাইরুল ইসলামের ছেলে জিয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, দুর্নীতিবাজ এই শিক্ষক আদম ব্যবসার অন্তরালে অসহায় লোকজনকে প্রতারিত করে চাকুরিসহ নানা

প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ বাণিজ্য ও সুদ ব্যবসা করে গাড়ি বাড়ীর মালিক বনেছেন। ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি আবারও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বহাল তবিয়তে চাকুরী করছেন। গ্রামবাসীর আবেদন, দুর্নীতিবাজ আদম ব্যবসায়ী শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়াই এবং ভূঁয়া ইনডেক্সে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রধান শিক্ষক হিসাবে কিভাবে নিয়োগ পেয়ে বেতনভুক্ত হলেন!

বিষয়টি নিয়ে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের সাথে কথা বলতে বার বার মোবাইল ফোনে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। সচেতন মহলের দাবি, সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন ছাড়া ও ভূঁয়া ইনডেক্সধারী অবৈধ প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ ও উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।